শুধু লটারিতেই শিক্ষার্থী ভর্তির ব্যবস্থা নিতে দেশের বেসরকারি স্কুলগুলোকে নির্দেশ দিয়েছে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতর (মাউশি)। রোববার অপরদিকে ভর্তি না হলে ছাত্রছাত্রীদেরকে পাঠ্যবই না দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে রাজধানীর বনানী বিদ্যানিকেতন স্কুল ও কলেজের বিরুদ্ধে। প্রতিষ্ঠা বলে জানিয়েছেন অভিভাবকরা। এই অভিযোগে তারা রোববার প্রতিষ্ঠানটির অধ্যক্ষকে ঘেরাও করেছেন। বেসরকারি হাইস্কুলের উদ্দেশে মাউশির চিঠিতে মোট ৫ নির্দেশনা দেওয়া হয়। এগুলো হচ্ছে, লটারির তারিখ নির্ধারণ করে ভর্তি তদারকি ও পরীক্ষণ কমিটিকে অবহিত করতে হবে; স্বা কার্যক্রম পরিচালনার ব্যবস্থা করতে হবে; লটারি কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে নীতিমালা অনুযায়ী গঠিত ভর্তি তদারকি ও অভিভাবক প্রতিনিধি, ব্যবস্থাপনা কমিটির প্রতিনিধি ও শিক্ষক প্রতিনিধির উপস্থিতিতে নিশ্চিত করতে হবে; করোনা পরিস্থিতির কারণে জনসমা লাইভে অথবা অন্য কোনো সোশ্যাল মিডিয়া সরাসরি প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে; সর্বোপরি লটারির মাধ্যমে শিক্ষার্থী নির্বাচন প্রক্রিয়াটি যেনও হবে।

বনানী বিদ্যানিকেতন : অভিভাবকরা জানিয়েছেন, প্রতিষ্ঠানটি ভর্তিতে অতিরিক্ত
অর্থ আদায় করছে। সেশন ফি, ভর্তি ফিসহ বিভিন্ন খাতে অর্থ আদায় নিষেধ করেছে সরকার। কিন্তু প্রতিষ্ঠানটি তা মানছে না। বাংলা ভার্সনে সর্বে পর্যন্ত নিচ্ছে। কোনো শিক্ষার্থী ভর্তি না হলে তাকে বিনামূল্যের বই দেওয়া হচ্ছে না। প্রতিষ্ঠানটি অভিভাবকদের জিম্মি করেছে।

এ প্রসঙ্গে প্রতিষ্ঠানে অধ্যক্ষ প্রিয়াংকা হালদার শিখা জানান, সরকারের জারি করা ফি কমানো বা বাতিল সংক্রান্ত চিঠি তারা পাননি। না হলে কো নয়। আর শিক্ষার্থী ভর্তি না হলে বই দেওয়া সম্ভব নয়। কেননা, কেউ যদি বই নিয়ে অন্য স্কুলে চলে যায় তাহলে সরকারকে বইয়ের হিসাব দেয়ার হলে ভিকারুননিসা স্কুলও শিক্ষার্থীদেরকে বই দিচ্ছে না।